গাংনীর তেরাইলে ডিস ও নেটের তার চুরির অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার তেরাইলে ডিস ও ইন্টারনেটের তার চুরির অভিযোগ উঠেছে।
রবিবার দিবাগত রাতে চুরির এ ঘটনা ঘটেছে।
ঘটনাস্থল পরিদর্শনের মাধ্যেমে ডিসের মিস্ত্রী জানান, আমি সকালে কাজে এসে দেখি তিন টি স্থানে তার কেটে নিয়ে গেছে। প্রথম স্থানে ৫৫ মিটার, দ্বিতীয় স্থানে ৯০ মিটার এবং তৃতীয় স্থানে ১২০ মিটার তার চুরি করেছে। এবং দেখা যায় তার গুলো হেসু দিয়ে কাটা।
এ বিষয়ে বামুন্দি স্যাাটেলাইটের সত্বাধিকার ও গাংনী জিএসএন এর সাধারন সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বাদশা জানান, আমার স্যাটেলাইটের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স দুটোই আছে । যার লাইসেন্স নং- AFO0302 এবং রেজিট্রেশন নং1458 । আমি সরকারী সকল বিধি বিধান মেনে সেই মোতাবেক কর,ট্যাক্স, ভ্যাট প্রদান করে আসছি। কিন্তু বুঝলাম না এমন নেক্কার জনক কাজ কে করলো
এ কাজের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের যেন খুব দ্রুত খুজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এবং আমার সমস্ত ফাইবার ও ডিসের তার যেন ফেরত দেওয়া হয়। এবং আমি প্রত্যক্ষ দোষীদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ দাবি জানাচ্ছি।
এ বিষয়ে জিএসএন এর সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু জানান, যারাই এ কাজ করুক না কেন । খুবই খারাপ কাজ করেছে। তাদের আইনের আওতায় এনে সর্বচ্চ শাস্তি দেওয়া হোক।

মেহেরপুরে বখাটেদের ছুরিকাঘাতে যুবক আহত

মেহেরপুর দোকানের ভিতর ঢুকে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে একজনকে জখম করেছে একদল বখাটে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের নিলমনি সিনেমাহল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত জীবন একই পাড়ার সমির শেখের ছেলে। জীবন বর্তমান মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার দুপুরে সমির শেখ এর দোকানে একদল বখাটে যুবক এসে তাকে মারতে থাকে।

এসময় সমির শেখ এর ছেলে জীবন শেখ এগিয়ে আসলে তার হাতে ছুরি দিয়ে কোপ দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ বিসয়ে সমির শেখ বলেন, আমি প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও দোকানে বসে ছিলাম। প্রয়োজনে একটি কোম্পানীর লোকের সাথে মোবাইলে কথা বলছিলাম।

এসময় হালদার পাড়ার বাবুর ছেলে আলিফ ও আরিফ সহ অজ্ঞাত চারজন যুবক এসে আমাকে মারধর করে। পরে আমার ছেলে জীবন আসলে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে।

মেপ্র/এমএফআর

ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন শিশুর অন্ধত্ব দূরীকরণে আশার প্রদীপ

শিশুর সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের বহুমূখী পরিকল্পনার একটি নজির ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন। একটা সময় ছিল যখন শিশুরা সন্ধ্যায় চোখে দেখতে পেত না। বিষয়টাকে মা-বাবা গুরুত্ব দিত না বা খেয়াল করত না। একপর্যায়ে জানতে পারলো তার শিশুকে সময়মতো চিকিৎসা করালে অন্ধত্বে ভুগতে হতো না।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর অনাকাঙ্খিত পরিণতি এড়ানোর কথা মাথায় রেখে সরকার শিশুদের জন্য ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন নামে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের রাতকানা রোগ হয়। এই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের প্রথম উপসর্গ হলো রাতকানা। এ ধরনের রোগীরা মৃদু আলোতে কম দেখে, সময়মত চিকিৎসা না হলে অন্ধ হয়ে যায়। এসব ছাড়াও ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে

শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, হাম, ডায়রিয়াসহ নানা কারণে মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। তাই ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে সরকারিভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বছরে দু’বার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন হয়ে থাকে। এতে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি সবশিশুকে একটি নীল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি সব শিশুকে একটি করে লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। নীল রঙের ক্যাপসুলের মাত্রা ১ লক্ষ আইইউ (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট) এবং লাল রঙের মাত্রা ২ লক্ষ আইইউ।

(৪-১৭) অক্টোবর “জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন”। টীকাদান ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের ৬ মাস থেকে ১ বছরের কম বয়সি প্রায় ২৭ লক্ষ শিশুকে নীল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১ বছর থেকে ৫ বছর বয়সি প্রায় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ শিশুকে লাল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। শিশু ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল পাবে। সরকারের লক্ষ্য হলো ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের মাঝে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের প্রাদুর্ভাব এক শতাংশর নিচে নামিয়ে আনা। এছাড়া এসব শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা। ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন এর অর্থ হলো শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো ছাড়াও এই দিনে মায়েদের মাঝে স্বাস্থ্য বার্তাসমূহ প্রচার করা। যেহেতু ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ জাতীয় খাবার খাওয়ানো সবক্ষেত্রে নিশ্চিতকরা সম্ভব হয় না, তাই সম্পূরক ভিটামিন হিসেবে এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়ে থাকে। মায়েদের জানা দরকার ভিটামিন ‘এ’ শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা প্রয়োজন হয় অল্প পরিমাণে। এটা শুধু শিশুদের নয় বড়োদেরও প্রয়োজন। প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী ইপি আই টিকাদান কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভিটামিন- ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। স্বাস্থ্যকর্মী প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার এবং স্বাস্থ্যসেবীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার।

ভিটামিন ‘এ’ মানবদেহের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পুষ্টি উপাদান। প্রাণিজ উৎস হিসেবে কলিজা, ডিমের কুসুম, মাখন, পনির, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে মাছের তেলে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে সতেজ পাতাবহুল সবজি যেমন- পালং ও মেথিশাক, বাঁধাকপি এবং

রঙিন সবজি যেমন গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেঁপে থেকেও আমরা ভিটামিন ‘এ’ পেয়ে থাকি।

সরকার বাস স্ট্যান্ড রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, বিমানবন্দরে, ফেরি ঘাট, ব্রিজ টোল প্লাজা এবং খেয়া ঘাটগুলোতে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। কর্মসূচির আওতায় ১২টি জেলার ৪২টি উপজেলায় ২৪০ ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের খুঁজে ক্যাম্পেইনের পরের চার দিন বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এছাড়াও ক্যাম্পেইনটি সফল করতে মোট ২ লাখ ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পেইন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং সমস্ত কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হবে বলে সরকার আশা ব্যক্ত করেছেন।

ভিটামিন ‘এ’ এর প্রধান কাজ দেহবৃদ্ধি এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখতে ভিটামিন ‘এ’ কাজ করে। ভিটামিন ‘এ’ শিশুদের ম্যালেরিয়া, হাম এবং ডায়রিয়াজনিত জটিলতা কমিয়ে আনে। ডায়রিয়া হলে শিশুর দুর্বলতাসহ শরীরে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু ভিটামিন ‘এ’ ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে এবং চোখের ছানি প্রতিরোধে ভিটামিন ‘এ’ এর ভূমিকা রয়েছে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ভিটামিন ‘এ’ দেহের ত্বককে রক্ষা করে। ভিটামিন ‘এ’ ব্রণ, একজিমা, ফোঁড়া এবং ক্ষত সারাতে কাজ করে।

ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব পূরণে শিশুদের নিয়মিত ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ মাছ-মাংস, ফল, শাক-সবজি খাওয়ানো দরকার। শাক-সবজি অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। শুধু পানি দিয়ে সিদ্ধ করলে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যাবে না। পরিবারের রান্নায় ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহার করতে হবে। মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের।

- ২-

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ রঙিন শাক-সবজি এবং হলুদ ফলমূল খাওয়া উচিত। শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমতো ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়াতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও পুষ্টি উপাদানের অভাবে শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়ে থাকে ও প্রায়ই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু সরকারের

লক্ষ্য হলো আগামী প্রজন্মকে সুস্থ-সবল ও নিরোগ দেহের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ কারণেই ক্যাম্পেইনে পুষ্টি-বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস। প্রতি ৬ মাস অন্তর সরকারের এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা গেলেও এটি অব্যাহত রাখতে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সব ধরনের ভিটামিনযুক্ত খাবার থাকতে হবে।

(৪-১৭) অক্টোবর সকল কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। যদি কোনো শিশু গত চার মাসের মধ্যে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খেয়ে থাকে তবে তাকে ক্যাম্পেইনে এ ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না। ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল ভরাপেটে খাওয়ানো ভালো। এটি খাওয়ানো হলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের বমি, পেটের পীড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তবে এটা সাময়িক। এ ধরনের সমস্যা হলে শিশু বুকের দুধ ও খাবার স্যালাইন খাবে, প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। অন্ধত্বের হাত থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত থাকবে- এ প্রত্যাশা সবার।

মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

“সংকটে নেতৃত্বদাতা, ভবিষ্যতের রুপদর্শী শিক্ষক” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) উদ্যোগে গণসাক্ষরতা অভিযান’র সহযোগীতায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মউকের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সাদ আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা

কর্মকর্তা মো: ফজলে রহমান।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আপিল উদ্দিন, মেহেরপুর প্রতিদিন’র সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

অতিথিরা বলেন, শিক্ষকের মর্যাদা আটকে গেছে আমাদের সমাজের ক্ষমতায়। শিক্ষক হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হবে। নিজেকে তৈরি করতে হলে প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে। শিক্ষকের আচার-আচরণে উদাহরণ তৈরি পূূর্বের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার তাগিদ দেন অতিথিরা। মউকের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মুরাদ আলীর সঞ্চালনায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ ব্যবস্থাপক আব্দুর রউফ।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষক আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাজ উদ্দিন, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম, আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াছ নবি, বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু লায়েছ লাবলু, গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক কিতাব আলী, দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আজাহার আলী, শিক্ষক আল আমীন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রাশিদুল ইসলাম।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ২৫০শ গ্রাম গাঁজাসহ উজ্জল হোসেন(২৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। রোববার দিবাগত রাতে সদর উপজেলার কালি গাংনী থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক উজ্জল হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারি গ্রামের আকবর আলীর ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তার শুশুর বাড়ি কালি গাংনী পোড়াপাড়া থেকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। অভিযানে সঙ্গীয় ফোর্স হিসেবে

ছিলেন এএসআই জসিম উদ্দিন ও মাহাতাব উদ্দিন।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক উজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

আজ মন্ত্রিসভায় উঠছে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার প্রস্তাব

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর খসড়া আজ সোমবার (১২ অক্টোবর) মন্ত্রিসভায় তোলা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গতকাল রবিবার (১১ অক্টোবর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার পর আইন সংশোধন করে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে এর আগে জানিয়েছিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

করোনাকালে ভার্চ্যুয়ালি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। আজও ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনার পর ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার দাবিতে শাহবাগ, মতিঝিলসহ রাজধানীর কয়েকটি স্থানে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলন করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানেও একই দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে। এর মধ্যে সরকার ধর্ষণের শাস্তি বাড়ানোর পদক্ষেপ

নিয়েছে।

গাংনীতে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন আল্লাহর দল’র দুই সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন আল্লাহর দল’র দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গত শনিবার বিকাল ৫ টায় পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া বাজার থেকে তাদের গ্রেফতার করে র্যাব ১২ এর সদস্যরা।

র্যাব জানায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের মজিরুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৪) ও একই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে পাপন মোল্লা (২৭) গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২ এর অধিনায়ক লে: কর্ণেল মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম (পিএসসি) এবং সদর কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার, (মিডিয়া অফিসার) সহকারী পুলিশ সুপার মো: এরশাদুর রহমান এর নেতৃত্বে র্যাব সদস্যরা তাদের গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ০৩টি উগ্রবাদী জিহাদী বই, ১১ টি জিহাদী লিফলেট উদ্ধার করা হয়।

সদর কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার, (মিডিয়া অফিসার) সহকারী পুলিশ সুপার মো: এরশাদুর রহমান জানান,গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন যাবত মেহেরপুর জেলায় সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন “আল্লাহর দল” এর কাজের সাথে লিপ্ত আছে। তারা নতুন সদস্য সংগ্রহ, তাদের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও নিয়মিত চাদাঁ প্রদান করে থাকে।

তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) এর (ই), (ঈ) ১০/১২/১৩ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া উদ্ধারকৃত আলামতসহ তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ২ টায় উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদি পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে কেককাটা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনুপ্রেরণা সংগঠনের সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালিব। এসময় বক্তব্য রাখেন জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মতিয়ার রহমান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মঞ্জুরুল ইসলাম স্বপন, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু।

এসময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার সহ-সভাপতি রেজবানুল নুল কাদির, মতিউর রহমান, এম এ লিংকন, এম এন পাভেল, মিনারুল ইসলাম, রাকিবুল ইসলাম কবি, জাহিদ মাহমুদ সহ অনুপ্রেরণা ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাবের সদস্যবৃন্দ জানান, অনুপ্রেরণা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই সংগঠনের কর্মীরা অসুস্থ মানুষকে রক্ত দেয়া, করোনা দূর্যোগে অসহায় পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দেয়া সহ বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

এ সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন অনুপ্রেরণা সংগঠনের সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালিব সহ সদস্য বৃন্দ।

রাজনগরের গৃহবধূ বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে উধাও!

মেহেরপুর সদও উপজেলার রাজনগর গ্রামের এক গৃহবধূ বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেহেরপুর সদরের রাজনগর গ্রামে শেখপাড়ার মনসুর আলীর(৬০) দ্বিতীয় স্ত্রী শাহেদা খাতুন(৪২) গাংনী থানাধীন ধালা গ্রামে তার বড় বোন মাজেদা খাতুনের বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গত ২২ সেপ্টেম্বর সকাল আটটার দিকে বেড়াতে যায়। ওই দিনেই মনসুর আলী তার স্ত্রীকে বোনের বাড়িতে রেখে নিজ বাড়ি রাজনগর গ্রামে ফিরে আসে।

পরে তিনি জানতে পারেন যে ঐদিনই তার স্ত্রী বাড়ির কাউকে কিছু না বলে নিজের কাপড়চোপড় নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়।

এ ব্যাপারে মুনছুর আলী মেহেরপুর সদর থানায় ৭ অক্টোবর একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। যার নং ২৮৬। শাহেদা খাতুন মেহেরপুর জজকোর্টের মান্নান মুহুরীর তৃতীয় স্ত্রী।

সেই সংসারে সাহেদা খাতুনের আছে ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। বছর দশেক আগে মুনছুর আলীর সাথে সাহেদা খাতুনের একবার বিয়ে হয়। মনমালিন্যের কারনে তখন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মান্নান মুহুরীর সংসারে থাকাকালীন আবার তারা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে মাস তিনেক আগে আবার তারা পালিয়ে বিয়ে করে।

এমতাবস্থায় গত ২২ সেপ্টেম্বর সাহেদা খাতুন বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। এখনো তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। ঘটনার আগের দিন স্থানীয় একটি এনজিও থেকে তিনি ৩২ হাজার টাকা ঋণ তোলেন। সেই টাকা নিয়েই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন বলে জানান মুনছুর আলী। কেউ তার সন্ধান পেলে ০১৮৮৬৫৬৫৫৯৪ এই নাম্বারে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

দামুড়হুদায় ৬টি স্বর্ণের বারসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা কুতুবপুর মাঝপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬টি র্স্বণের বারসহ কলিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি।

গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।

বিজিবি জানায়, বিভিন্ন সূত্র মারফত বিশেষ তথ্যের ভিত্ততে জানা যায় যে, স্বর্ণ চোরাকারবারীগণ সীমান্ত এলাকায় আগমন করে অভিনব কায়দায় পেটের মধ্যে স্বর্ণ বহন করছে বা স্বর্ণ চোরাচালান করতে পারে।

সেই তথ্যের ভিত্তিতে মুন্সিপুর বিওপির টহল দল স্বর্ণ চোরাকারবারী মোঃ কলিম উদ্দিন (৩৮) নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে তাকে ব্যক্তিকে তল্লাসী করলে তার মলদ্বার হতে ০৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ০৬টি স্বর্ণের বারের ওজন-৬৬৮ গ্রাম (৫৭ ভরি ০৫ আনা), যার বর্তমান বাজার মূল্য-৩৯ লক্ষ ৫৪ হাজার পাঁচশত বাষট্টি টাকা। আটককৃত স্বর্ণের বারসহ আসামী মোঃ কলিম উদ্দিন দামুরহুদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।